দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 4 MAR 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সারসংক্ষেপ ও মৌল প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গে

অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

-কালক্রমে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের এক বছর মাধ্যমিক পর্যায়ের সংগে এবং পরের বছরের ডিগ্রী পর্যায়ের সংগে এবং পরের বছরের ডিগ্রী পর্যায়ের সংগে একীভূত করতে হবে।

-ধর্ম শিক্ষা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে থাকতে পারবে।

-প্রান্তিক মাধ্যমিক পর্যায়ে যে সব বিষয় থাকবে, তা হলো ঃ ক) কারিগরি শিল্পভিত্তিক কোর্স খ) কৃষিভিত্তিক কোর্স গ) ললিত কলাভিত্তিক কোর্স ঘ) ব্যবসা ও বাণিজ্যভিত্তিক কোর্স ঙ) চিকিৎসাভিত্তিক কোর্স চ) বিবিধ।

ডিপ্লোমা স্তরের শিক্ষা

-ডিপ্লোমা স্তরে থাকবে প্রকৌশল শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যা। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, জুট টেকনোলজি, লেদার টেকনোলজী, টেক্সটাইল টেকনোলজী ইত্যাদি ১৬টি বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তিত হবে।

-বাংলা ভাষায় পুস্তকের ব্যবস্থা করতে হবে।

-ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের চাকুরীর নিশ্চয়তা দিতে হবে।

-ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের সরকারী চাকুরীতে পদোন্নতির সুযোগ দিতে হবে।

-মেধাবী টেকনিশিয়ানদের ডিগ্রী স্তরের প্রকৌশল শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। এ জন্য খন্ডকালীন কোর্সেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ও টোল শিক্ষা

-"বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা সংস্কার সংস্থা" কর্তৃক নির্ধারিত মূলনীতি অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সংগে মাদ্রাসার প্রাথমিক স্তরটিকে সমপরিসর ও একীভূত করতে হবে। পরবর্তী স্তরগুলোকেও যথাসম্ভব সমন্বিত ও সমপরসর করতে হবে। বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করা হবে।

-৮ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার পর শিক্ষার্থীরা ৩ বছর মেয়াদী বৃত্তিমূলক "ধর্ম কোর্স"এও পড়তে পারবে।

-নবম ও দশম শ্রেণীতে বাংলা, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান ও ইংরেজী পড়তে হবে।

-তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স ও দু'বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স থাকবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

-পিটিআইসমূহকে কলেজ পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।

-কতিপয় মহিলা পিটিআই স্থাপন করতে হবে।

-শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ে স্বতন্ত্র ডিগ্রী কোর্স থাকবে।

-উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাইমারী শিক্ষকদের তিন বছর চাকুরীর পর বিএড কোর্সে ভর্তির সুযোগ থাকতে হবে।

-শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের হার হতে হবে ১ ঃ ১৫।

-এ খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা

শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্যে সকল স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত থাকতে হবে।

প্রত্যেক সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি, কারিগরি ও চিকিৎসা বিষয়ক ফ্যাকালটি থাকা প্রয়োজন।

অনুরূপভাবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা ও অংকশাস্ত্র এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা ও মৃত্তিকা রসায়ন ইত্যাদি বিষয়ে অনার্স ও পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স চালু করা প্রয়োজন।

খণ্ডকালীন উচ্চ শিক্ষার জন্য 'উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে'র অনুরূপ প্রকল্প নিতে হবে।

প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রদের গবেষণার জন্য উচ্চ মূল্যের গবেষণা ফেলোশীপ থাকতে হবে।

সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থাকতে হবে।

চারটি প্রশাসনিক বিভাগে চারটি অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

খুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

অপরিকল্পিত ও নিম্নমানের কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষার মানের অবনতি রোধ করতে হবে।

ডিগ্রী স্তরে প্রকৌশল শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যা

পাঠ্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে শিল্প-কারখানা ও কারিগরি সংস্থাসমূহে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শদানের উদ্দেশে 'কারিগরি শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করতে হবে।

কর্মরত প্রকৌশলীদের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে হবে।'

বিজ্ঞান শিক্ষা

শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের কল্যাণকর দিকের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে।

৩য়-৫ম শ্রেণীর সিলেবাসে প্রকৃতি পাঠ, কৃষিবিদ্যা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও সৃষ্টি বিজ্ঞানের ওপর জোর দেয়া হবে।

৫ম শ্রেণী থেকে জীববিজ্ঞানের সূচনা করতে হবে।

৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণীতে জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের সমন্বিত কোর্স রাখতে হবে।

মাধ্যমিক স্তরে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন আবশ্যিক বিষয় হবে।

কলা ও বাণিজ্য বিভাগের সকল শিক্ষার্থীর জন্য সাধারণ বিজ্ঞান আবশ্যিক বিষয় বলে গণ্য হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরে সিলেবাসকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করতে হবে।

কৃষি শিক্ষা

কৃষি কাজের প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞার মনোভাব দূর করতে হবে।

৯ম, ১০ম ও ১১শ শ্রেণীতে বৃত্তিমূলক কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

স্কুল ড্রপ আউটদের হাতে কলমে কৃষি কাজ সম্পর্কে শিক্ষা দান করতে হবে।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহে কৃষি শিক্ষায় ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স চালু করতে হবে। *(চলবে)*